অতীতের কিছু কথা

অসিত ফ্রান্সিস গমেজ

তৎকালীন পাল পুরোহিত রেভা: ফাদার বার্গম্যান সিএসসি এবং সমবায়ের জনক রেভা: ফাদার চার্ল্স জে ইয়াং সিএসসি উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় অত্র ভাওয়াল অঞ্চলে সর্ব প্রথম মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতে ২ জুন ১৯৬২ সালে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে স্বাবলম্বী করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা এবং মহাজনদের (কাবলিওয়ালাদের) কাছ থেকে দরিদ্র খ্রীষ্টান পরিবার গুলো রক্ষা করা। ১৯৬২ সালে মঠবাড়ী খ্রিস্টান সমবায় ঋনদান সমিতি লি: নামে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তা আজ অনেক বড় একটি বৃক্ষে পরিনত হয়েছে এবং ফল দিতে শুরু করেছে। সমিতির শুরু থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সমিতিকে এ পর্যন্ত আসতে সহযোগিতা করেছে তাদের আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরন করি ও ধন্যবাদ দেই।

সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স এর অবদান অনেক বেশী তাকেও আজ স্মরন করি। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল ৩০ জন এদের মধ্যে প্রয়াত হয়েছে ২৯জন তাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি। এই সমিতির প্রথম শেয়ার জমা ছিল .৫০ পয়সা এবং প্রথম ঋণ ছিল ৫০ টাকা। বর্তমানে সর্বোচ্চ শেয়ার রয়েছে (ব্যক্তিগত) ২,২৫,৬৩১/= এবং সর্বোচ্চ ঋন ১০,০০,০০০/=। এই সমিতির প্রথম পুঁজি ছিল ৩,৯৮৭.৩০/= টাকা আর বর্তমান (জুন ২০১২) মূলধন হয়েছে ৩৯,৫৭,৭০,৭২৩.০০ টাকা এবং বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২১০২ জন (২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩)। ১৬৬৪ সালে এই সমিতির প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ম্যগারভী সিএসসি ১৬৬৭ সালে ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ষ্টেগ্‌মেয়ার সিএসসি ১৯৭২ সালে ৭ম বার্ষিক সাধারন সভায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকব দেশাই, ১৯৭৭ সালে ৮ম বার্ষিক সাধারন সভায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ডামিয়াম রোরাম এবং ১৯৮৪ সালে ১১তম বার্ষিক সাধারন সভায় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার এলিয়াস রিবেরু বলেছেন এই সমিতি এখন শিশু তাকে যৌবনে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সমিতি এখন যৌবনে পদার্পন করেছে তাই আমাদের শক্ত হাতে এর হাল ধরে রাখতে হবে।

১৯৮৪ সালের ১১/৮/১৯৮৪ তারিখে সমিতি রেজিষ্টেশন পেয়েছে যার নম্বর ২৪/৮৪। রেজিষ্টেশনের পর গঠনতন্ত্রের কিছু পরিবতন হয়। সমিতির নাম ছিল মঠবাড়ী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: রেজিষ্টেশনের পর নাম হয় মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি লি: এবং বর্তমানে আবার মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: নামে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে সমিতির আর্থিক বছর ছিল জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর এবং রেজিষ্টেশনের পর আর্থিক বছর শুরু হয় জুলাই থেকে জুন। সমিতির নতুন মনোগ্রাম তৈরী করা হয় পাতা, ঘর, ধান গাছ এবং মাছ প্রতিক দিয়ে। গাছের পাতা হচ্ছে মনোগ্রামের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা দিয়ে সমিতির সদস্য সদস্যাদের বুঝানো হয়েছে সদ্যসরাই সমিতির ভিত্তি স্বরূপ এবং পাতা হচ্ছে সজিবতার প্রতীক। পাতা যেমন গাছকে খাদ্য যোগায় ও গাছকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তেমনি প্রত্যেক সদস্য সদস্যা তদ্রুপ সমিতির প্রগতি, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য একত্রিত এবং সমিতির প্রাণ স্বরূপ। ঘর- মানুষের আশ্রয় স্থল হল ঘর, সমিতির সদস্য সদস্যার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার শেষ আশ্রয় স্থল হিসেবে এই ঘরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধান গাছ- আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ তাই প্রতিক হিসেবে বহন করেছে ধান গাছ।

মাছ- মাছ বর্তমান সমাজে পুষ্টির প্রতিক যা মানুষের শক্তি যোগান দেয়, তেমনি সদস্য সদস্যারাই এই সমিতির পুষ্টি ও প্রান। ১৯৮৬ সালে সমিতি ঋনদানের পাশাপাশি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। ১৯৮৭ সালে অক্টোবর মাসে সমিতির ২৫ বছরের রজত জয়ন্তীতে কোন অনুষ্ঠান করা হয়নি সত্যি, তবে প্রয়াত নাগরীর নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স এর প্রস্তাবনায় এবং তখনকার চেয়ারম্যানের মি: নিকোলাস গমেজের ইচ্ছায় সমিতির একটি ঘর করা হয় আর যে ঘরটি বর্তমানে জুবলী হাউজ নামে পরিচিত। ঐ ঘরটিতে বর্তমানে সমিতির কার্যক্রম চলছে। এবং ২০১২ সালে সমিতির ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং সূর্বণ জয়ন্তী পালন করতে পারছি তা আমাদের মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর মানুষের একটা বড় পাওয়া। ১৯৬২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৭টি পরিচালনা পরিষদ এই সমিতির হাল ধরেছেন। বর্তমান পরিচালনা পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই বলিষ্ঠ